পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 12 ❑ 09 Jun 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

দোষীরা গ্রেপ্তার না হলে আইন হাতে তুলে নেওয়ার হুমকি স্ত্রীর

প্রতিনিধি ঃ স্বামীর খুনিদের যদি পুলিশ গ্রেফতার না করে আমি আইন নিজের হাতে তুলে নেবো। আঁশ কাটা বটি দিয়ে কুপিয়ে খুন করবো দোষীদের। বাগদার সন্তোষা গ্রামের বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের মৃত্যুর ঘটনায় বুধবার রাত পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে মৃতের পরিবারের মধ্যে। বুধবার মৃতের স্ত্রী মানালি বিশ্বাস কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "আমার স্বামীর খুনিদের পুলিশ গ্রেপ্তার করছে না। পুলিশ কেন আসামিদের গ্রেপ্তার করছে না। যদি নাই করে, তাহলে আইন নিজের হাতে তুলে নেব।

মঙ্গলবার রাতে রবীন্দ্রনাথের মৃতদেহ নিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। তাদের দাবি ছিল, পুলিশ দোষীদের আড়াল করছে। নাটাবেড়িয়া ফাঁড়ির পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে উত্তেজিত জনতা তাদের ধাক্কাধাক্কি করে। এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়। ফাঁড়ির ইনচার্জ আসাদুর রহমান মন্ডল একটি মিষ্টির দোকানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পরে বাগদার এসডিপিও সুকান্ত হাজরার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। গ্রামবাসী ও পাল্টা ইট ছুড়তে থাকে। ইটের আঘাতে সুকান্ত বাবু সহ ৪ জন জখম হয়েছেন। পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের নাম প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, মহাদেব কর্মকার, সাধন ঘোষ, রবিন কর্মকার। তাদের বাড়ি বাজিতপুর এলাকায়। ধৃতদের বুধবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সোমবার রাতে বাজিতপুর এলাকায় ইছামতী নদীর পাশের একটি মাচা থেকে রবীন্দ্রনাথের দেহ উদ্ধার হয়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সময় রবীন্দ্রনাথ ইছামতীতে নৌকায় করে মাছ ধরা দেখছিল। অভিযোগ, বাজিতপুর সেতুর উপর থেকে দুই যুবক প্রস্রাব করে। তা গিয়ে লাগে রবীন্দ্রনাথের গায়ে। এরপরে রবীন্দ্রনাথ উপরে উঠে এসে ঘটনার প্রতিবাদ করে। যুবকদের সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কি বেধে যায়। ওই সময় মারপিট শুরু হয়। ওই সময় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ আপাতত অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মৃতের স্ত্রী মানালি বিশ্বাস বলেন, "স্বামীকে খুন করার সময় ঘটনাস্থলে একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেননি এবং পুলিশকে খবরও দেয় নি। ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার এই খুনের ঘটনায় যুক্ত। যদিও পুলিশ তাকে আড়াল করছে।' মানালি দেবীর দাবি, স্বামীর সঙ্গে পুলিশের সুসম্পর্ক ছিল। বাড়িতে ভাল ভাল রান্না করে আমার স্বামী পুলিশদেরকে খাওয়াতেন। তৃতীয় পাতায়...

যুবকের রহস্য মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য, খুনের দাবি পরিবারের

প্রতিনিধি ঃ এলাকায় জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। বিপদে-আপদে মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। এমনই এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে বাগদা থানার সন্তষা এলাকায়। পরিবারের সদস্যদের দাবি, তাকে খুন করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বুকে এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

সোমবার রাত দশটা নাগাদ বাগদা থানার বাজিতপুর এলাকার পুরনো খেয়াঘাট সংলগ্ন কালী মন্দিরের ধার থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (৪৩) নামে গুরুতর জখম এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বাসিন্দারা বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতের দিদি নীলিমা বিশ্বাসের অভিযোগ, "ভাইকে কেউ বা কারা খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছিল। পুলিশের কাছে আমরা দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছি। তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।" প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ পেশায় মুদি ব্যবসায়ী। বাড়িতেই তাঁর দোকান রয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। রাতে স্থানীয় বাসিন্দারা ফোন করে তার মৃত্যুর খবর জানায় পরিবারকে।

পরিবারের লোকেদের দাবি, রবীন্দ্রনাথের কোন শত্রু ছিল না। এলাকায় বিপদাপদে মানুষের পাশে দাঁড়াত। সেই আক্রোশে হয়তো তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, অতীতে তিনি বিভিন্ন অসামাজিক,নেশাগ্রস্ত লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। বেআইনি নেশা দ্রব্য বিক্রির কারবারিদের সঙ্গে তাকে ওঠা বসা করতে দেখা যেত। বহু মানুষ বাইরে থেকে গাড়ি নিয়ে তার কাছে আসত। তৃতীয় পাতায়...

চোরাপথে ভারতে আসা মহিলাদের আটকে রেখে পুলিশে দিল স্থানীয়রা

প্রতিনিধি : চিকিৎসা করাতে চোরাপথে ভারতে এসেছিল শিশুসহ দুই মহিলা। তাদের দেখে সন্দেহ হলে স্থানীয়রা আটকে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দিল। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার ভবানিপুর এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম মায়া আক্তার ও আসমা খাতুন। বাড়ি বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। স্থানীয়রা জানিয়েছে, এদিন সকালে বাগদার ভবানীপুর গ্রামে দুই অপরিচিত মহিলাকে দুজন শিশু সন্তান নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন স্থানীয়রা। স্থানীয়রা তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন করলে কথার অসঙ্গতি মেলায় পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ আসতেই তারা স্বীকার তৃতীয় পাতায়...

বাংলাদেশি তরুণীকে গণধর্ষণ মামলায় ধৃতদের ২০ বছরের কারাদণ্ড

প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশি তরুণীকে ডেকে এনে আটকে রেখে গণধর্ষণ মামলায় বাগদার দুই অভিযুক্তকে ২০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বিচারক। শনিবার বনগাঁ মহকুমা অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারক শান্তনু মুখোপাধ্যায় এই সাজা ঘোষণা করেন। সরকারি আইনজীবী অশোক প্রামানিক বলেন, "২০২১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বাগদা থানার হরিহরপুর এলাকা এক বাংলাদেশি তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগে শরিফুল মল্লিক মহসিন বিশ্বাস নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়েছিল বাগদা থানার পুলিশ। এতদিন তাদের জেলে রেখে বিচার প্রক্রিয়া চলছিল। আজ বিচারক তাদের কুড়ি তৃতীয় পাতায়...

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫
৭০৭৬২৭১৯৫২

সার্বভৌম সমাচার পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন দাতার কথামত সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। পাঠকদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে, আপনারা বিজ্ঞাপনের সত্যতা যাচাই করেই সিদ্ধান্ত নিন।

নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে বিজেপির পথসভা

সমাচার ঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগসহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদে চাঁদপাড়ায় সভা করল ভারতীয় জনতা পার্টির মন্ডল কমিটি। গত ২৯মে অপরাহ্নে চাঁদপাড়া বাজার বাসস্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত সভায় বিজেপি নেতা প্রবীর রায়, গোবিন্দ বিশ্বাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে শাসকদলের নেতা এমনকি মন্ত্রীদের সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজন পোষণ ইত্যাদি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এবং সেই সঙ্গে দুর্নীতি পরায়ন নেতা মন্ত্রীদের পদত্যাগ ও কঠোর সাজা দাবি করেন। এদিনের পথ সভায় উপস্থিত সকল বিজেপি নেতৃবৃন্দ এস এস সি-র শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগে রাজ্যের তৃণমুল সরকারের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং সেইসঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

SHREYA MOTORS
Finance Available
এখানে সমস্ত ধরনের পুরাতন মোটর সাইকেল এবং চারচাকা ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়। পুরাতন গাড়ি এক্সচেঞ্জের সুবিধা আছে।
ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি (চাঁদপাড়া), উত্তর ২৪ পরগণা প্রোঃ নিলয় পাঠক Mob.: 7797981139
ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি পোষ্ট অফিসের সন্নিকটে

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❒ সংখ্যা ১২ ❒ ০৯ জুন, ২০২২ ❒ বৃহস্পতিবার

ক্ষমতার অলিন্দে থেকেই ক্ষমতায়ন

বর্তমান সময়ে বাংলার সবচেয়ে বিতর্কীত বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর আচার্য হওয়া। ক্ষমতার অলিন্দে থেকে ক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করতে সকলেই বদ্ধপরিকর। দল নির্বিশেষে তা সব সময়েই দেখা যায় বা দেখা গেছে। বিভিন্ন রাজ্যে এযাবৎকাল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আচার্যপদে যে রাজ্যপালকে বসানো হয়েছে, তার মূল কারণ শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বোচ্চ পদটিতে রাজনৈতিক রঙ লাগতে না দেওয়া। কিন্তু বর্তমান সময়ে রাজ্যপাল নিরপেক্ষ নয়; বরং কোন না কোন ভাবেই কোন রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তো সেকথা যথেষ্ঠ ভাবে প্রযোজ্য। তাই তো বারেবারেই সরকার বনাম রাজ্যপাল দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে দেখা দেয়। রাজ্যপালকেই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য করতে হবে— এমন কোন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যপালের প্রধান ভূমিকা উপাচার্য নিয়োগ করা। সেক্ষেত্রে তিনি এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বা সরকারের সাথে আলোচনা করে নিয়োগ করতে পারেন। যেহেতু সরকারপক্ষের সাথে রাজ্যপালের সম্পর্ক মোটেও সৌহার্দ্যপূর্ণ নয়, সেহেতু উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্নরকম প্রতিবন্ধকতা দেখা দিচ্ছে। তাই আপাতভাবে মনে হচ্ছে এই নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল যাতে নাক গলাতে না পারেন, তার জন্য তাঁর ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। তার উপর আরও মজার বিষয় হল— রাজ্যপালকে আচার্য পদ থেকে সরানো বিলে রাজ্যপালকে দিয়েই সই করানো। এক্ষেত্রে সরকার পক্ষের দুই দিকে লাভ— এক দিকে ক্ষমতার অপসারণ; অন্যদিকে নিজের মৃত্যুযজ্ঞে নিজেকে দিয়েই আহুতি দেওয়ানো। এ যেন সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগে রাজ্যপালের প্রতি ছোট্ট পরিহাস।

মৃদঙ্গম এর নবতম প্রযোজনা মেঘমল্লার

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল মৃদঙ্গম এর নতুন নাটক মেঘমল্লার মঞ্চস্থ হল গত ৯ জুন অশোকনগরের শহীদ সদন হলে।

ভারত সরকারের সংগীত নাটক আকাদেমীর অর্থানুকুল্যে প্রযোজিত নাটকটি সমবেত দর্শক সাধারণের প্রশংসা লাভ করে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভুতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প মেঘমল্লার এর নাট্যরূপ দেন সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বরুণ কর।

শ্রী করের নির্দেশনায় নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন অনিরুদ্ধ মশিদ, মৌমিতা দত্ত বণিক, স্বপন বিশ্বাস, মিন্টু মজুমদার, সজল বিশ্বাস, অর্ণব হালদার, প্রিয়াঙ্কা কুন্ডু, গোপাল বিশ্বাস, পায়েল মিত্র, রিমি মণ্ডল, মনিমোহন মণ্ডল ও শিশুশিল্পী ছোট্ট আবৃতা কর।

নাটকটির কাহিনী, দর্শনীয় পটচিত্র, মঞ্চ, আলো ও আবহসংগীত নাটকটিকে দর্শক সাধারণের মনোগ্রাহী করে তোলে। সওয়া এক ঘন্টার নাটকটি নির্ধারিত সময়েই শুরু হয়। তবে নাটকটির গতি মাঝে-মধ্যেই একটু শ্লথ হয়ে এলেও বিভিন্ন বয়সের কুশীলবগণের অভিনয় দক্ষতা এবং আঙ্গিক- আবহ ও সমবেত সংগীতে নাটকটি দর্শকদের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নেয়।

বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ

নো টোবাকো ডে— এবারের থিম "পরিবেশ সুরক্ষা"

অজয় মজুমদার

প্রতিবছর ৩১শে মে "নো টোবাকো ডে" পালিত হয়। বার্ষিক উদযাপন জনগনকে তামাক ব্যবহারের বিপদ, তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক অনুশীলন, তামাক মহামারী মেকাবিলায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কী করেছে, এবং বিশ্ব জুড়ে মানুষ তাদের স্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন যাপনের অধিকার দাবী করতে এবং সুরক্ষার জন্য কী করতে পারে সে সম্পর্কে জনগনকে অবহিত করে। বিশেষ করে ভবিষ্যত প্রজন্মকে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলি তামাক মহামারী এবং এর ফলে প্রতিরোধ মুক্ত মৃত্যু ও রোগের প্রতি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ১৯৮৭ সালে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস তৈরী করে। ১৯৮৭ সালে, বিশ্বস্বাস্থ্য পরিষদ WHA৪০.৩৮ রেজোলিউশন পাশ করে ৭ই এপ্রিল ১৯৮৮ সালে। এতে বিশ্ব ধুমপান মুক্ত দিবস পালন করার আহ্বান জানিয়ে ছিল। রেজোলিউশনে আরও বলা ছিল, প্রতি ৩১শে মে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উদযাপনের আহ্বান।

পরিবেশের উপর তামাক শিল্পের ক্ষতিকর প্রভাব ঃ

১. সিগারেট তৈরী করতে গাছ কাটা হয় ৬০০,০০০,০০০

২. কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুতে নির্গমন হয় ৮৪,০০০,০০০ টন, যা বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়ায়।

৩. সিগারেট তৈরী করতে ২২,০০০,০০০,০০ টন জল ব্যবহার করা হয়।

পরিবেশের উপর তামাক শিল্পের ক্ষতিকর প্রভাব বিশাল এবং ক্রমবর্ধমান। আমাদের গ্রহের ইতিমধ্যই দুষ্প্রাপ্য সম্পদ এবং ভঙ্গুর ইকোসিস্টেমের উপর অপ্রয়োজনীয় চাপ যোগ করেছে। তামাক প্রতিবছর আট মিলিয়নের বেশি মানুষকে হত্যা করে এবং আমাদের পরিবেশকে ধ্বংস করে। মানুষের স্বাস্থ্যের আরও ক্ষতি করে, চাষবাস, উৎপাদন, বিতরণ, ব্যবহার এবং ভোক্তা পরবর্তী বর্জ্যের মাধ্যমে।

এই দিবসের থিম ঃ

১৯৮৮ সাল থেকে প্রতি বছরই একটা করে থিম তৈরী করে টোবাকো দিবসকে পালন করা হয়। যেমন- ২০১৯ এর থিম ছিল- টোবাকো এন্ড লং হেলথ, ২০২১ ছিল- Commit to quit বা প্রস্থান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, ২০২০তে বিশ্বব্যাপি কোভিডের সংক্রমনের জন্য কোন থিম তৈরী করা হয়নি।

পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব ঃ

তামাক চাষ উৎপাদন এবং রাসায়নিক পদার্থ, বিষাক্ত বর্জ্য, মাইক্রোপ্লাস্টিক সহ সিগারেটের বাট এবং ই- সিগারেটের বর্জ্য নিয়ে আমাদের জল, মাটি, সমুদ্র সৈকত এবং শহরের রাস্তাগুলিতে বিষাক্ত করে তোলে। তামাক শিল্পের টেকসই উদ্যোগকে অনুদানের মাধ্যমে তাদের পণ্যগুলিকে সবুজ ধোঁয়ার মাধ্যমে এবং পরিবেশগত 'মান' সম্পর্কে রিপোর্ট করার মাধ্যমে পরিবেশগত ক্ষতি থেকে মানুষ যেন বিভ্রান্ত না হন সে দিকে নজর দিতে হবে।

আমাদের গ্রহকে বাঁচাতে তামাক বর্জন ঃ

প্রতিটি ধুমপান বা তামাক পণ্য ব্যবহার করা মূল্যবান সম্পদের অপচয় করে, যার উপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। আপনার স্বাস্থ্য এবং আমাদের গ্রহের স্বাস্থ্যের জন্য তামাক ত্যাগ করা খুব প্রয়োজন। তামাকের ধোঁয়া উচ্চবায়ু দূষণের অন্যতম কারণ। এছাড়াও এতে তিন ধরনের গ্রীন হাউস গ্যাস থাকে।

তামাক উৎপাদনকারিদের উপকারি ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করা ঃ

সরকার এবং নীতি নির্ধারকদের উচিত তামাক চাষীদের বিকল্প এবং টেকসই জীবিকার দিকে উৎসাহিত করা। তামাক নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখার জন্য সহায়তা করা জরুরী।

কেন ধুমপান ক্ষতিকর ঃ

ধুমপায়ীদের করোনা হওয়ার ঝুঁকি বেশি। কারণ তারা ক্রমাগত তাঁদের ঠোঁটে হাত রাখেন। করোনো দ্বারা ধুমপায়ীরা সংক্রমিত হলে, চট করে লাং ধরে ফেলে। কারণ এদের লাং বা ফুসফুস এমনিতেই দুর্বল থাকে। এদের ক্ষেত্রে জটিল এবং ঝুকি থাকে। এই ঝুকি কমাতে এবং একটি স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন শুরু করতে আজই ধুমপান বর্জন করা উচিত।

কী করে তামাক ছাড়াবেন ঃ

১. বিলম্ব - যতক্ষণ পারবেন নেশা বর্জন করুন।

২. নেশার প্রবল ইচ্ছা যখন তৈরী হয়ে তখন নিজেকে ভেতর থেকে শিথিল করতে ১০টি গভীর শ্বাস নিন।

৩. জলপান করুন, দেখবেন ধুমপান আটকানোর একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প।

৪. নিজেকে বিভ্রান্ত করার জন্য অন্য কিছু করুন। যেমন স্নান করুন, বই পড়ুন, হাঁটতে যান, কিংবা গান শুনুন'।

এটি হল ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম (ENDS) এবং ইলেকট্রনিক নন- নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম (ENNDS) এর সব থেকে সাধারন রূপ কিন্ত আমাদের আছে। যেমন ই- সিগার, ই- পাইপ, ই- শিসা ইত্যাদি। একটি অ্যারোসেল তৈরী করার জন্য তরল যা সাধারনত নিকোটিন ধারন করে, যা ব্যবহারকারী শ্বাস নেয়। অ্যারোসেলগুলিতে অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থও থাকেও। যেমন ফর্মালডিহাইড যা একটি ক্যানসার সৃষ্টিকারী পদার্থ এবং সেকেন্ড হ্যান্ড অ্যারোসেলের সংস্পর্শে আসা উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর।

ENNDS প্রায়ই সিগারেট ধুমপানের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং বিকল্প হিসাবে বিশেষ করে ধুমপান মুক্ত পরিবেশের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৭০% প্রাপ্ত বয়স্ক ENDS ব্যবহার কারীরাও বর্তমান সিগারেট গ্রহন করে। সেখানে তরুণদের মধ্যে দ্বৈত ব্যবহারকারিরা শতাংশ কম, ৩৩% এই ভাবে, ENNDS এবং সিগারেটের দ্বৈতব্যবহার নিকোটিন নির্ভরতা বজায় রাখে। শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের দ্বারা ব্যবহৃত ই- সিগারেট ভয়ংকর বিপদজনক। নিকোটিন অত্যন্ত আসক্ত এবং মস্তিষ্কের বিকাশে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে।

আত্মহননের গ্রাসে নবীন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা

প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে গা ভাসিয়ে নিজের অস্তিত্ব অনেক সময় হারিয়ে ফেলছে তরুণ প্রজন্ম। আর তখনই তাঁদেরকে হতাশা কিংবা বিষাদ জড়িয়ে ফেলছে। কিভাবে এই হতাশা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব, তার কোনও সমাধান সূত্র ওই প্রজন্মের কাছে নেই। তার ফলে গোটা বিষয় থেকে নিজেদের বের করে নিয়ে আসার জন্য ছটফট করতে থাকে তারা। আর তখনই আত্মহননের পথ বেছে নেয় তরুণ প্রজন্ম। কেন এমটাই হয়, তারই অনুসন্ধান করেছেন **নির্মল বিশ্বাস।**

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা অনুসারে ভারতবর্ষের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আত্মহননের প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছে এবং শুধুই তাই নয়, সারা বিশ্বের নিরিখে বিশেষ করে ভারতবর্ষের তরুণ তরুণীরা আত্মহননে অধিক প্রবৃত্ত হন। সম্প্রতি দেখা গেল, মাত্র তেরো দিনে পর পর শুধুমাত্র অবসাদের জন্য আত্মহননের পথ বেছে নিলেন তিনজন ছোট পর্দার অভিনেত্রী ও মডেল।

শহরে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বিগ্ন সব মহলেই। এই সমীক্ষার সমর্থনে উদাহরণ জোগাড় করা নৃতত্ত্ববিদ বা ইতিহাসবিদ না হলেও চলবে। তবে সাম্প্রতিকতম কতকগুলি খবর একটু ঝালিয়ে নিলেই বিষয়টি পরীক্ষা হয়ে যাবে।

তরুণ প্রজন্ম অবশ্য আজকাল আত্মহননের সাক্ষী হিসাবে ব্যবহার করছে প্রযুক্তিকেও। রীতিমতো সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ঘোষণা করে তারপর আত্মহত্যা করছে। এরপর অবশ্য সেই সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ঘোষণা দেখে পরিচিত মহল থেকে কিছু তৎপরতার কারণে কখনও কখনও ব্যর্থ হচ্ছে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা। তবে এই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তগুলিকে বাদ দিলে সামগ্রিকভাবেই যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে, একথা অনস্বীকার্য। কারণ হিসাবে অনেক কিছুকেই দায়ী করা যায়। তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বোধহয় প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়।" এই চাপের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরেই হয়তো অনেকে পলায়নবৃত্তিগ্রহণ করেছে। আবার অনেকে হয়তো জীবনের জটিলতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

অনেক সময় অবশ্য মনস্তত্ত্ববিদরা অভিভাবকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষকে নবীন প্রজন্মের মানসিক অবসাদের একটি কারণ বলে মনে করেন। কিন্তু, কারণ যাই হোক, এই সময়ে তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে সেটা স্বীকার করে নিয়েও বোধহয় কিছু পরস্পর বিরোধী বিষয় উঠে আসে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন ধারা পাল্টাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে সাফল্যের মাপকাঠিও। সেই সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে কিছু সুযোগ-সুবিধাও। আজ সমাজে অনেক কিছু বদল হলেও জীবনের ধর্ম বদলায়নি।

আজ থেকে একশো বছর আগেও মানুষ সফল হতে চাইতো। সে সময়েও লোভ, হিংসা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবই ছিল; আজও আছে। তাহলে আজকের যুগে তরুণ-তরুণীরা কেন এমন জীবন বিমুখ হয়ে পড়ছে ? এর উত্তর বোধহয় এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। এমন হাজারো নিদর্শন রয়েছে যেখানে অতি সাধারণ বা তুচ্ছাতি তুচ্ছ কারণেই সম্ভাবনাময় তরুণ -তরুণীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। তারা ভবিষ্যতের কথা না ভেবে আপাতভাবে কোনও একটি সমস্যার সম্মুখীন হলেই দিশেহারা হয়ে তারা ভেবেছে, এই পৃথিবী থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়াই একমাত্র পথ। এই কাপুরুষত্ব শুধুমাত্র এই যুগেরই অবসান। আমাদের মনে হয়, এটা ভাবলে বোধহয় চরম ভুল হবে।

কাপুরুষত্ব আগেও ছিল, তবে সেটা নবীন প্রজন্মের মধ্যে এতটা ছিল না। এই পরিবর্তনটা কীভাবে সম্ভব হলো ? সেটা বুঝতে গেলে আমাদের তাকাতে হবে প্রবীণদের দিকে। যাঁদের ওপর রয়েছে এই নবীনদের গড়ে-পিঠে তোলার দায়িত্ব। সমস্যা বলতে যে ঠিক কোথায়, অসুবিধা আর সমস্যার মধ্যে পার্থকটা কোথায়? সমস্যার মোকাবিলা কীভাবে করতে হয়? কতটা সংযম দেখাতে হয় ? এবং সর্বোপরি কতটা মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হয়। সেই শিক্ষাটা শুরু হওয়া দরকার পরিবার থেকেই।

একটি অসহিষ্ণু পরিবার কখনই কোনও ধীরস্থির প্রজন্মের পালক হতে পারেন না। সর্বাগ্রে জানতে হবে— জীবনের অর্থ কী। এবং কী তার মূল্য ? সেটা যদি নবীন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে না যায়, তাহলে তারা বেঁচে থাকার মূল্য বা প্রয়োজন, তারা তা বুঝবে কীভাবে ? একটা জীবনকে পৃথিবীতে আনতে এবং তারপর তাকে মানুষ করতে প্রয়োজন হয় প্রচেষ্টার।

অথচ নবীন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা এক লহমায় শেষ করে দিচ্ছে জীবন। আর এভাবে যদি নবীন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা জীবন বিমুখ হতে থাকে— তার কারণ বোধহয় সমস্যা নয়, তার কারণ মানসিক গঠন, তার মূল কারণ সামাজিক অবক্ষয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

মুকুলিকার নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল মুকুলিকা গানের স্কুলের পরিচালনায় সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় নাটকের কর্মশালা। গত ২৯মে গোবরডাঙ্গার নেতাজী আদর্শ বিদ্যাপীঠে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহযোগিতায় আয়োজিত নাট্যকর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আশিষ, চট্টোপাধ্যায়, নাট্যাভিনেত্রী দীপা ব্রহ্ম, নাট্য নির্দেশক জীবন অধিকারী ও বিশিষ্ট সাংবাদিক বিপ্লব কুমার ঘোষ প্রমুখ। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালায় স্কুল পড়ুয়া সহ কয়েকজন অভিভাবক অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব জীবন অধিকারী ও বিশিষ্ট মূকাভিনেতা ধীরাজ হাওলাদার। ৪ জুন কর্মশালার শেষ দিনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কর্মশালায় প্রস্তুত নাটকটি মঞ্চস্থ করেন প্রশিক্ষনার্থীগণ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য নৃত্য নাটক, সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাডেমীর সদস্য সচিব ড. হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব আশিষ চ্যাটার্জী, দীপা ব্রহ্ম, শিক্ষক আস্তিক মজুমদার প্রমুখ। সংস্থার সংগীত শিক্ষিকা অনিমা দাস মজুমদার উপস্থিত বিশিষ্ট জনদের স্বাগত জানান এবং স্মারক উপহারে বরণ করে নেন।

গাইঘাটার চৌগাছা হাইস্কুলে গণদর্পণের প্রথম নাট্যোৎসব

সঞ্জিত সাহা ঃ সদস্য-সদস্যাগণের সমবেত কন্ঠের সংগীতানুষ্ঠানের মধ্যে মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্টজন কর্তৃক প্রদীপ প্রজ্বোলনের মধ্যে দিয়ে গত ৭ জুন শুরু হয় গণদর্পণ আয়োজিত ১ম বার্ষিক নাট্যোৎসব।

চাঁদপাড়ার চৌগাছা মডেল একাডেমী উচ্চ বিদ্যালয়ের বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মৃতি মঞ্চে আয়োজিত নাট্যোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব গোবরডাঙ্গা নসক্‌র প্রাণপুরুষ আশিষ দাস, চাঁদপাড়া এ্যক্টোর কর্ণধার সুভাষ চক্রবর্তী, ছিলেন স্থানীয় ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েের প্রধান সুভাষ ঘোষ, চৌগাছা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শংকর চক্রবর্তী, প্রাক্তন শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক তপন বৈদ্য, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুপ্রভাত মল্লিক, বিশিষ্ট অভিনেতা কার্ত্তিক দাস ও কানাই ঘোষ, ছিলেন প্রবীণ শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক।

চৌগাছা মডেলের শিক্ষার্থীগণ পরিবেশিত এদিনের প্রথম নাটক মিলন কর্মকারে নির্দেশনায় শিবরাম চক্রবর্তীর কাহিনী অবলম্বনে মামা-ভাগ্নী, দ্বিতীয় নাটক গাইঘাটা ডুমা কিশলয় নাট্য সংস্থার সকলের ভালোলাগার নাটক ঝিলের পাড়, তৃতীয় নাটক চাঁদপাড়া কলরব প্রযোজিত নতুন নাটক ফোর্থ সাবজেক্ট এবং এদিনের নাট্যোৎসবের শেষ নাটক গণদর্পণ প্রযোজিত মিলন কর্মকারের নির্দেশিত ফিলিপ্‌স সরকারের নাটক লক্ষ্মীকুলের দাড়ি উপস্থিত দর্শক সাধারণের মনোরঞ্জন করে। প্রচুর দর্শক সমাগমে গণদর্পণ আায়োজিত প্রথম নাট্যোৎসব এলাকায় বেশ সাড়া ফেলে।

লোকনাথ পুজোয় বহু ভক্ত সমাগম

সমাচার ঃ করোনা পরিস্থিতিতে বিগত দুবছরে তেমন ভাবে না হলেও এবারে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া কুন্ডু পাড়ায় লোকনাথ মন্দিরে বেশ সাড়ম্বরেই লোকনাথ পুজো সম্পন্ন হয়। লোকনাথ ভক্ত জয়দেব বর্ধনের উদ্যোগে গত ৩ জুন লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত পুজোয় এলেকার বহু ভক্তজনের সমাগম ঘটে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস, সহ-সভাপতি ইলা বাক্‌চি, চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস, উপ-প্রধান মণিমালা বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায়, প্রধান শিক্ষক অনুপম দে প্রমুখ।

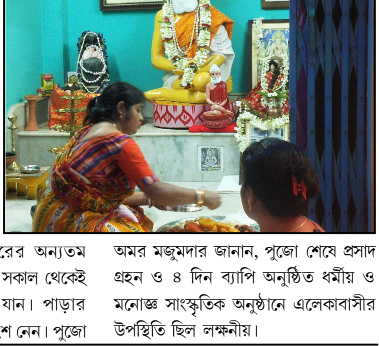

লোকনাথ ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত স্নিগ্ধা দেবী, সুজাতা ভদ্র সকাল থেকেই পুজোর আয়োজনে লেগে যান। পাড়ার মহিলারা ও পুজোর কাজে অংশ নেন। পুজো শেষে সকলে প্রসাদ গ্রহন করেন। অন্যদিকে ঢাকুরিয়া-দীঘা সীমান্ত পাড়ার লোকনাথ মন্দিরে এবারও বেশ জাকজমক সহকারে পুজো সম্পন্ন হয়। লোকনাথ বাবার অন্যতম ভক্ত গোবিন্দ দাসের উদ্যোগে আয়োজিত পুজো ও অনুষ্ঠানে এলাকার অগনিত ভক্তের উপস্থিতি চোখে পড়ে। সহযোগী সমাজকর্মী অমর মজুমদার জানান, পুজো শেষে প্রসাদ গ্রহন ও ৪ দিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত ধর্মীয় ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এলেকাবাসীর উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়।

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন
HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/

সাড়ম্বরে শুরু হল গৌরবজ্জ্বল সংঘের সম্প্রীতি উৎসব ও মেলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ সকালে ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, মধ্যাহ্নে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির শেষে সন্ধ্যায় ১০ দিন ব্যাপী আয়োজিত সম্প্রীতি উৎসব শুরু হল চাঁদপাড়া বাজার সংলগ্ন আমতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গনে।

চাঁদপাড়ার গৌরবোজ্জ্বল সংঘের উৎসব মঞ্চে অনুষ্ঠিত এক ছোট্ট অনুষ্ঠানে আয়োজিত সম্প্রীতির উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস, উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি ইলা বাক্‌চি সহ কয়েকজন কর্মাধ্যক্ষ, ছিলেন জেলা পরিসদ সদস্য সুভাষ রায়, শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস, শ্রমিক নেতৃত্ব বাপী হাজরা, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, উপপ্রধান মণিমালা বিশ্বাস, সদস্যা কল্যানী পান্ডে প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ কালিপদ বিশ্বাস।

এদিনের রক্তদান শিবিরে বনগ্রাম জে আর ধর মহাকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসর ডাঃ জি পোদ্দার সহ স্বাস্থ্যকর্মীগণ ৬০ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। শিবিরে বেশ কয়েকজন মহিলা সহ প্রবীণ রক্তদাতা শিশির চক্রবর্তীকে তাঁর জীবনের ৫৬ তম রক্তদান করতে দেখা যায়।

প্রতিদিন অপরাহ্ন থেকে উৎসব ও মেলা প্রাঙ্গণে এলেকার বহু মানুষের সমাগম ঘটে।

গণধর্ষণ মামলায় ধৃতদের ২০ বছরের কারাদণ্ড

প্রথমপাতার পর...

বছরের কারাদণ্ড ও এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা ধার্য করেছেন। পাশাপাশি তরুণীকে আটকে রাখার মামলায় তাদের আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে পক্‌সো ও গণ ধর্ষণ মামলা রুজু করা হয়েছিল। আইনজীবী ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে এক বাংলাদেশি তরুণীকে বাগদার হরিহরপুর এ ডেকে এনেছিল ওই দুই যুবক। অভিযোগ, তরুণীকে আটকে রেখে ফাঁকা মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে তারা। এর পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বাগদা থানায় খবর দেয়। পুলিশ অভিযুক্ত দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছিল। তারপর থেকে ধৃতদেব জেল হেফাজতে রেখে বিচার প্রক্রিয়া চলছিল।

মহিলাদের আটকে রেখে পুলিশে দিল স্থানীয়রা

প্রথমপাতার পর...

করেন তারা বাংলাদেশি। সোমবার গভীর রাতে চোরাপথে ভারতে ঢুকে এদিন সকালে ভবানীপুর এলাকায় অপেক্ষা করছিল। ধৃত মায়া চিকিৎসার কারণে ও আসমা আত্মীয়র বাড়িতে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এসেছিল। এদিন পুলিশ ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা বিদেশী নাগরিকদের আটকে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।

গোবরডাঙ্গা পৌরসভার সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সংগীতানুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ জেলা তথা রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী গোবরডাঙ্গা পৌরসভার ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বছরভর নানা অনুষ্ঠানেব আয়োজন করেছে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ। নবনির্বাচিত পৌর প্রধান শংকর দত্তের উদ্যোগে ইতিমধ্যে দুটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গত ৫ জুন জামাই ষষ্টির দিন গোবরডাঙ্গার নবনির্মিত টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান। উপ পৌরপতি তুষারকান্তি ঘোষ ও উৎসব কমিটির আহ্বায়ক কাউন্সিলর বাসুদেব কুণ্ডুর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এদিনের সংগীত বিচিত্রায় সারেগামাপা'র বিশিষ্ট শিল্পিগণ পরিবেশিত নানা ধরণের সংগীত হলভর্তি শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানে শিল্পী পণ্ডিতের কণ্ঠে লোকসংগীত, সারেগামাপা'র বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী দেবারতি ব্যানার্জী, সুগায়ক বিশ্বরূপ রুদ্র এবং রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বাউল শিল্পী ব্রজ গোপাল দাস সহ অন্যান্য শিল্পীদের কণ্ঠের সংগীত উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

আইন হাতে তুলে নেওয়ার হুমকি স্ত্রীর

প্রথম পাতার পর

অথচ সেই পুলিশ এখন আমাদের পাশে নেই। এদিন সকালে এলাকায় গিয়ে দেখা গেল থমথমে পরিবেশ।

গতকাল রাতের অবরোধ স্থল বাজিতপুর বাজারে পোড়া টায়ার ও ভাঙা বোতল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। এলাকায় কয়েকটি জায়গায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। মৃত রবীন্দ্রনাথের বাবা বৃদ্ধ প্রাক্তন শিক্ষক সঞ্জিৎ বিশ্বাস বলেন, "এত বড় ঘটনা অথচ পুলিশ একবারও আমার কাছেই এলোনা। বাড়ীর পাশ থেকে ঘুরে গেল বারবার। সেই অভিমানে আমি কোনো লিখিত অভিযোগ করিনি। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন আছে। আমি চাই সঠিক বিচার হোক। সত্যিটা সামনে আসুক।'

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে নেমে বুধবার রাতে বাগদা থানার পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হলেন পলাশ মজুমদার ও কৌশিক দাস, তাদের বাড়ি বাগদার গাদপুকুরিয়া ও নাটাবেড়িয়া এলাকায়।

রহস্য মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য, খুনের দাবি পরিবারের

প্রথম পাতার পর

বর্তমানে সব ছেড়ে দিয়ে মুদি দোকান চালাতেন। এলাকায় মেলা খেলা, পুজো, আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা নিত রবীন্দ্রনাথ। সম্প্রতি তিনি এলাকায় একটি শ্মশান তৈরীর পরিকল্পনা করেছিলেন। দিন কয়েক আগে রবীন্দ্রনাথ এলাকার কয়েকজন মৎস্যজীবীকে মাছ ধরার জালের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সোমবার রাতে তিনি ইছামতি নদীতে মাছ ধরা দেখতে গিয়েছিলেন। রাত ১০টা নাগাদ বাজিতপুর সেতুর উপর কয়েকজন দাঁড়িয়ে তাকে কটূক্তি করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উপরে এসে এর প্রতিবাদ করেন। অভিযোগ, তখনই তাকে মারধর করে মেরে ফেলা হয়। এদিকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ঘটনার পর গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। তাদের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় মদ-গাঁজা, হেরোইনের রমরমা কারবার শুরু হয়েছে। আইপিএল জুয়া, সাট্টা, গাঁজার আসর বসে পুরনো খেয়াঘাট সহ একাধিক এলাকায়। মাদক বিক্রি করতে বহিরাগতদের আনাগোনা দেখা যায়। স্থানীয় মানুষ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছেন। পুলিশের চোখের সামনে এসব ঘটলেও তারা নির্বিকার। গ্রামবাসীদের একাংশের আশঙ্কা, মাদক কারবারীদের কোনো কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁরা এলাকায় মাদক বিক্রি বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯, ৮৯১৮৭৩৬৩৩৫
৭০৭৬২৭১৯৫২, ০৩২১৫-২৫৬৭৭৭

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে চাঁদপাড়ায় সভা তৃণমূলের

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের মোদী সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদ আন্দোলনে নেমেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীগন। দলের গাইঘাটা ব্লক-২ কমিটির সভাপতি শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাসের নেতৃত্বে গাইঘাটার বিভিন্ন অঞ্চলে চলছে প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা। গত ৬জুন চাঁদপাড়া স্টেশন সংলগ্ন রেল বাজারে দলের চাঁদপাড়া অঞ্চল সভাপতি দীপক দাস ও দলনেতা উত্তম লোধের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় দলের বিশিষ্ট নেতা ও বক্তাগনের মধ্যে ছিলেন তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক নেতা মধুসূদন সিংহ, জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তাপসী ঘোষ, সদস্যা অঞ্জনা বৈদ্য, সুবক্তা গোলক ভট্টাচার্য, সাগর দাস, দলের ভূতপূর্ব ব্লক সভাপতি চিত্তরঞ্জন

হালদার, যাদব মন্ডল ও যুব নেতৃত্ব জয়দেব বর্ধন প্রমুখ। বক্তাগন রাজ্যকে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া অর্থ না দেবার, পেট্রোপন্য সহ জীবনদায়ী ঔষধের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, প্রতিশ্রুতি মতো বছরে দুকোটি বেকারের চাকুরি না দেওয়া এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির কঠোর সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন।

রেনেসাঁস এর ৩২ তম বিজ্ঞান শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙ্গার প্রাচীন বিজ্ঞান সংস্থা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট এর ব্যবস্থাপনায় ৫ দিন ব্যাপী গ্রীষ্মকালীন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গত ৪জুন রেনেসাঁস প্রাঙ্গনে শিবিরের উদ্বোধন শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা সৌর বিদ্যুৎ এর কর্মশালা ও নেচার স্টাডির ১ম পর্বের কর্মশালায় অংশ নেয়। বিভিন্ন দিনে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিজ্ঞান মডেল তৈরী, পাতার সাহায্যে পশু পাখি তৈরী, বীজের অঙ্কুরোদগম, পাতার বাস্পমোচন, অ্যারোমডেলিং, খেলা বিজ্ঞান খেলা এবং শেষ দিনে বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, পীরবাবা ও সাঁইবাবার বুজরুকি ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা করেন পরিবেশ প্রেমী বিজ্ঞান শিক্ষক অরিন্দম দে।

৬ জুন অন্যতম সংগঠক বিজ্ঞান সেবক অনিমেষ বসাক এর ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীরা গয়েশপুরের করুণাময়ী মিশনে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও বনভোজনের নির্মল আনন্দে মেতে ওঠেন। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ছাত্র-ছাত্রীরা পদযাত্রায় সামিল হন। শেষ দিনে গোবরডাঙ্গা পৌরসভার কঙ্কনা বিনোদন পার্কে উদ্যোক্তারা কয়েকটি বৃক্ষরোপন করেন। এদিন ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ-এর কুফল ও সাইবার ক্রাইম নিয়েও আলোচনায় অংশ নেন ছাত্র-ছাত্রীরা। পাঁচদিন ব্যাপী মজার ছলে বিজ্ঞান শিখি শীর্ষক ৩২তম গ্রীষ্মকালীন বিজ্ঞান শিবিরকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িতে দেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক স্বপন চক্রবর্তী (সম্পাদক), বিজ্ঞান সেবক মানিক ঘোষ ও অনিমেষ বসাক প্রমুখ। শিবির শেষে উপস্থিত সকল প্রশিক্ষনার্থীগণের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন উদ্যোক্তারা।

দত্তপুকুরে দৃষ্টির নাট্য কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৩১মে—৩জুন গ্রীষ্মকালীন নাট্য কর্মশালার আয়োজন করে দত্তপুকুরের দৃষ্টি নাট্য সংস্থা। স্থানীয় মৈত্রী সংঘের কক্ষে অনুষ্ঠিত নাটকের কর্মশালা সংস্থার ২০জন কুশীলব অংশ গ্রহন করেন। ৪ দিন ব্যাপী আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব সুব্রত রায়। প্রশিক্ষক ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী গার্গী ভট্টাচার্য, অহনা দাস, ঐশী ভট্টাচার্য ও সুস্মিতা দাস। এছাড়াও ছিলেন সুরজিৎ দাস, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, প্রবীর দাস ও পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক মনোজ ঘোষ। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানান, প্রতি বছরই তাঁরা সংস্থার মহলা কক্ষে গ্রীষ্মকালীন

ও শীতকালীন নাট্য কর্মশালার আয়োজন করে থাকেন। কর্মশালায় উপস্থিত প্রশিক্ষনার্থীগনের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

অনুরঞ্জন এর নতুন নাটক বিগ বাজার

নীরেশ ভৌমিক ঃ সংস্কৃতির পীঠস্থান ঠাকুরনগরের অনুরঞ্জন নাট্যদল গত ৭ জুন অশোকনগরের শহীদ সদনে মঞ্চস্থ করে তাঁদের নতুন নাটক বিগ বাজার। রমাপদ চৌধুরীর গল্প অবলম্বনে বিগ বাজার নাটকটি সংস্থার কর্নধার মিন্টু মজুমদারের নির্দেশনায় নাটকটি দর্শক সাধারনের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নেয়। ভারত সরকারের সংগীত ও নাটক অ্যাকাডেমীর অর্থানুকুল্যে পরিবেশিত নাটকটিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন দীপক, সোহম, সুজাতা, পারমিতা, সংগীতা, রিক্তা, কানাইলাল, শুভেন্দু, কিরন, বন্যা, কোয়েল প্রমুখ কুশীলবগন। সৌমিত্র বসুর চিত্রনাট্য, বিশিষ্ট নৃত্য প্রশিক্ষক কৃষ্ণ বনিকের কোরিওগ্রাফি ও প্রখ্যাত নাট্যব্যাক্তিত্ব বরুণ করের আলো প্রক্ষেপন নাটকটিকে দর্শক সাধারনের মনোগ্রাহী করে তোলে।

নাবিক নাট্যম এর মেকাপের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার সুপ্রাচীন নাট্যদল নাবিক নাট্যম নাটকের চর্চা ও প্রসারে বছরভর নানা কর্মসূচীর আয়োজন করে থাকে। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক জীবন অধিকারী জানান, গত ৩০ মে তাঁরা আয়োজন করেন মেকাপের এক কর্মশালার। সারাদিনের এই কর্মশালায় সংস্থার ১৫ জন কুশীলব ছাড়াও অংশ নেন গোবরডাঙ্গা মুকুলিকার ও মছলন্দপুরের ইমন মাইম সেন্টারের কয়েকজন নাট্যকর্মী। প্রশিক্ষক ছিলেন স্বনামধন্য মেকাপ শিল্পী ও দীপ্ত মেকার একাডেমীর প্রাণপুরুষ অলোক দেবনাথ। খুব সাবলীল ভঙ্গিমায় নাটকের রূপসজ্জার বিষয়গুলি বিশেষ করে মেকাপের বেসিক কাজগুলোকে সুন্দরভাবে প্রশিক্ষনার্থীগণের সামনে তুলে ধরেন অলোকবাবু।

সংস্থার কর্ণধার জীবন অধিকারী জানান, নাবিক নাট্যম ১৯৭৭ সাল থেকে নাট্যচর্চা করে চলেছে। শুধু নাটকের কর্মশালা নয়। নাটককে আরো সুন্দর করে তুলতে নাট্যকর্মীদের আলো, আবহ, রূপসজ্জা পোষাক ইত্যাদি বিষয়ের উপর সম্যক ধারণা থাকা একান্ত প্রায়োজন। সেজন্যই এই মেকাপ কর্মশালার আয়োজন। এদিন কর্মশালায় উপস্থিত নাট্যকর্মীগণ হাতে কলমে মেকাপ বা রূপ সজ্জার বিষয়গুলি শেখেন ও রপ্ত করেন।

পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এলাকার মানুষজনকে সচেতন করে তুলতে এবং পরিবেশের সুরক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে মিছিল করেন ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যগণ। সংস্থার সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজকর্মী পার্থ প্রতিম দাসের নেতৃত্বে সংগঠনের ছোট বড় সকল সদস্যগণ এদিন সকালে ঠাকুরনগর স্টেশান ও বাজার এলাকায় সচেতনতা মিছিলে অংশগ্রহন করেন।

মিছিল থেকে পরিবেশকে সুস্থ ও নির্মল রাখতে এলাকার পুকুর, জলাভূমি ভরাট বন্ধের, প্রচুর বৃক্ষরোপন এবং সেই সঙ্গে এলাকার পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখার আহ্বান জানান। প্ল্যাকার্ড, ফ্লেক্স, ফেস্টুন ও শ্লোগানে মিছিল বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। মিছিল শেষে সদস্যরা সংস্থা প্রাঙ্গণে বৃক্ষ চারা রোপন করেন। এলেকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন প্রতিধ্বনি সংস্থার সদস্যগণের এই এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

আমাদের অন-লাইন পেজ— ফেসবুক পেজ ইউটিউব পেজ হোয়াটসঅ্যাপ লিংক

HALL MARK
বনগাঁয় সবার মুখে এক কথা—
রকমারি ডিজাইন, গহনার গড়নে সাবেকিয়ানা,
আধুনিকতায় অনন্য প্রতিষ্ঠান
আমাদের গহনার মজুরী সবার থেকে কম
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা
এন পি.সি. অপটিক্যাল
এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।
বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

তান্ত্রিক জ্যোতিষ সম্রাট চণ্ডীরত্ন গীতাভারতী, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত
এস এস আচার্য / এস এস চ্যাটার্জী
ব্যবসা, চাকুরী, বিবাহ, বিদেশযাত্রা, গ্রহদোষ, বাস্তদোষ, প্রতিকারসহ শ্রাদ্ধ-শান্তি, উপনয়ণ এবং প্রায়শ্চিত্ত করা হয়।
পুরোহিত শুভজিৎ আচার্য
চাঁদপাড়া ১নং রেলবাজার, ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি, ২৪ পরঃ (উঃ)
মোঃ ৯৩৩২২৩৬১১৫/৯৭৩৪৩৭৮৯০৩/৮৩৭১০৪৬৪৯৭

Printer, Publisher & Owner Utpal Mallick, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - 9232633899 / 9647791986 / 7076271952
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in
Editor- Utpal Mallick